বিদায় ঘাটে

মোঃ আবদুল খালেক

হৃদয় ঘরে অনুভবে কাঁদি
ফিরে তাকানোর কষ্ট ছোঁয়া,
গোলাপ যখন বাগান ছেড়ে যায়
ফুলদানিতে কিংবা শোভিত বাহারে,
কত গন্‌জেই তো ভীড়ে বানিজ্যতরী
পাখী তো কত ডালেই বসে-
প্রেমিক গাছের আমন্ত্রনে,
আবার দিগন্তে হারায় নদী
পাখী উড়ে যায় অন্য ডালে
পাতারা দেখে, উড়ে যাওয়া,
ঝাপটা পাখার ছেড়া পালক ।
ভ্রমন পথিক বানিজ্য বিলাসে
তোমার ঘাটে ভিড়াই জীবনতরী,
এমন তো দেখেনি অপরূপ !
তোমার ঘাটে বাঁধা নীল সমুদ্র
ঢেউ বিছানো বনভূমিতে বাতাস হাতছানি
বছর ভরা চিরবসন্তের হাসি,
ঠিক এমনটি ভাবিনি তোমার ঘাটে
আমি বানিজ্য ঘাটে ঘাটে ।

গোলাপী প্রেমের পরাগে
রংতুলিতে ফুটাও, আমাকে ডাকা'র ছবি,
গোপন অভিসারে সমুদ্র ছায়ায়,
ফোটাফোটা বৃষ্টির সুবাস দিয়ে
এঁকে রেখেছ, না বলা মনের কথা
না চাওয়ার বিনীত নিবেদন ।
আমার বানিজ্যখাম ভরে পূর্ণতায়
উচ্ছল পংতিতে ফুটে
নিঃস্বার্থ দানের অভিমান,
সুহাস্য চরনে নিয়েছ চাঁদের ঘরে
বিছায়ে প্রাপ্তির সিঁড়ি,
ঝাঁঝড়া আকাশ পাঠায়
লক্ষ কোটি ঘুম ভাংগা বৃষ্টি,
তারা'রা উঁকি মারে জানালায়-
আমাকে ভিজায় মুক্তাঝড়ে,
ঠিক এমনটি ভাবিনি তোমার ঘাটে
আমি বানিজ্য ঘাটে ঘাটে ।

মরি লাজে হিসাব বানিজ্য লাভে
গোপনে বালিশ ভিজে শিশিরে
মায়াজালে বন্দী অজান্তে,
রাতের পাখী চলে দুর ঠিকানায়
বিদায় পরশে, হঠাৎ ঘামে ভিজে শরীর
বুকের বাম পাশে বিঁধে বিষিত ছুড়ি-
ফিরে তাকানোর কষ্ট ছোঁয়া,
ঠিক এমনটি ভাবিনি তোমার ঘাটে
আমি বানিজ্য ঘাটে ঘাটে ।

ডাক এসে গেছে নতুন ঘাটের,
আঁচলে অপেক্ষা বেঁধে সুদূরিকা,
মাঝি মাল্লারা হুসিয়ার
ক্যাপ্টেন সাইরেন হেঁকে
ডাকছে বার বার, যাত্রা নতুন ঘাটে
নিঝুম ব্যথারা উপচে পড়ে
গোপন কথায়, না বলা ভালোবাসা
ফিরে তাকানোর কষ্ট ছোঁয়া,
ঠিক এমনটি ভাবিনি বিদায় ঘাটে
আমি বানিজ্য ঘাটে ঘাটে ।

১৭-৬-২০০৬